৩৬

ভোরের কাগজ

তারিখ 07 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট ও স্থাপত্য বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের বিবৃতির প্রতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সকল প্রকার বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকৃত ও সামগ্রিক চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছেন।

বাংলাদেশে প্রকৌশল, স্থাপত্য এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান হিসাবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম আজ দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষার মান বজায় রাখতে সমর্থ হওয়ায় এবং এর ক্রম উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সচেষ্ট থাকার কারণে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সবচেয়ে সম্মানজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে প্রচলিত বস্তুনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ, কার্যকর একটি ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থা। আর এ কারণেই ভর্তি পরীক্ষার বিষয়টি সব সময়েই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এ ব্যাপারে নীতির প্রশ্নে কখনই কোন আপোস করা হয়নি।

ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালা প্রণয়নের পদ্ধতি

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল বিভিন্ন কোর্সে ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত সকল শর্তাদি এবং পরীক্ষার নিয়মলাকুন নির্ধারণ করে থাকেন। ভর্তি সংক্রান্ত সকল বিষয় কাউন্সিলের একক এখতিয়ারভুক্ত। একাডেমিক কাউন্সিল ভর্তির শর্তাদি সুপারিশ করার জন্য এবং পরবর্তীতে কাউন্সিলের সভায় ভর্তির ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি ভর্তি কমিটি গঠন করে থাকেন। ভর্তি কমিটি গঠন ও ভর্তির নিয়মকানুন প্রণয়নের এই প্রক্রিয়া প্রত্যেক সেশনে ছাত্র ভর্তির পূর্বে শুরু করা হয়।

ছাত্র ভর্তির এই সাংবাৎসরিক প্রক্রিয়ায় একাডেমিক কাউন্সিল ভর্তি সংক্রান্ত পূর্ববর্তী বছরসমূহের সকল নিয়মকানুন পর্যালোচনা করে দেখেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তার পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে চলতি বছরের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ. এবং তদসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কাউন্সিলের সভায় পর্যালোচনার মাধ্যমে অতীতেও ভর্তি পরীক্ষাসমূহের নিয়মকানুন এবং অনুভূত প্রয়োজন অনুসারে পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, তিন বছর পূর্বে প্রকৌশল অনুষদসমূহের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকৌশল অনুষদে ভর্তির জন্য পূর্বে টেকনিক্যাল ড্রয়িং পরীক্ষা দিতে হতো, গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে ও অত্যাবশ্যক বিবেচিত না হওয়ায় পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষাও গত বছর যেভাবে হয়েছে অতীতে সব সময় তা একইরকম ছিল না। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে তারও পরিবর্তন করা হয়েছে। বিগত ৩৫ বছরে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে কয়েক দফা পরিবর্তন আনা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় অংকন ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হত। পরে মৌখিক পরীক্ষা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অংকন পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রভর্তির নিয়ম চালু করা হয়। এরপর ভর্তি পরীক্ষায় অংকন-এর সাথে গণিত বিষয়টি সংযোজন করা হয়। পরবর্তীতে ভর্তি পরীক্ষায় উপরোল্লিখিত বিষয় দুটি ছাড়াও সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজী ও বাংলা কমপোজিশন পরীক্ষা অন্যান্য তিনটি বিষয়ের সাথে সংযোজিত হয়। স্থাপত্য শিক্ষায় বিজ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি করে গত ৪ জুন ১৯৯৭ তারিখ অনুষ্ঠিত স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের সভায় 'গড়ে কমপক্ষে ৬০% নম্বরসহ শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসকৃত ছাত্রছাত্রীরাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে' বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, গত দশ বছরে স্থাপত্য বিভাগে ভর্তিকৃত মানবিক বিভাগে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসকৃত কোন ছাত্রছাত্রী নেই।

চলতি বছরের জন্য নতুন ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি

স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির যোগ্যতা যাচাই-এর জন্য একটি পৃথক 'মুক্ত হস্ত অংকন' মডিউলসহ, সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনটি মডিউলে একইদিনে অনুষ্ঠেয় ভর্তি পরীক্ষার অধীনে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় প্রথম মডিউলে প্রকৌশল বিভাগসমূহে ও নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীরা রসায়ন বিষয়ে পরীক্ষা দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু সকল প্রার্থী একটি অভিন্ন (দ্বিতীয়) মডিউলের অধীনে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইংরেজী বিষয়ে পরীক্ষা দিবে। তৃতীয় মডিউলে স্থাপত্য বিভাগে ভর্তিচ্ছুদের জন্য মুক্ত-হস্ত অংকন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যে সকল প্রার্থী সকল বিভাগের জন্যই বিবেচিত হতে চায় তারা তিনটি মডিউলেই পরীক্ষা দিবে। ফলতঃ প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল, তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল অনুষদসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিভাগসমূহে এবং স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীগণ প্রথম ও দ্বিতীয় মডিউলের বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করবে। স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের স্থাপত্য বিভাগে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মডিউলের বিষয়সমূহে পরীক্ষা দিবে।

কাউন্সিলের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রচলিত পৃথক পরীক্ষা পদ্ধতির পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের উপর সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনায় যে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ পায় তার উপর ভিত্তি করেই উপরোক্ত পরিবর্তিত পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ ব্যাপারে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। এই সব পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনাকালে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের মৌলিক উদ্দেশ্য, অতীতের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল, স্থাপত্য বিভাগের পরীক্ষার ফলাফল এবং এ সমস্ত ফলাফলের পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশ্বের অন্যত্র ভর্তি পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কে স্থপতি পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহ (যুক্তরাজ্যের রয়েল ইনস্টিটিউট অব ব্রিটিশ আর্কিটেক্টস্, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আর্কিটেকচারাল এ্যাক্রেডেটিং বোর্ড এবং এসোসিয়েশন অব কলেজিয়েট স্কুল অব আর্কিটেকচার)-এর সুপারিশ, বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থাপত্য বিভাগের বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনা করে যৌক্তিক বিচারেই বর্তমানের একক পরীক্ষা পদ্ধতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্থাপত্য অনুষদের অধীনে অন্য বিভাগ-নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ-এর পরীক্ষা অতীতে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হত। ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য তা আমূল পরিবর্তন করে অন্যান্য বিভাগসমূহের জন্য ভর্তি পরীক্ষার সাথে একীভূত করা হয়েছে।

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণসমূহ

পূর্ববর্তী বছরসমূহে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের পারফরমেন্স ও সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান বিশদভাবে পর্যালোচনা করে একাডেমিক কাউন্সিল প্রতিবারই ভর্তি পরীক্ষার নীতিমালায় পরিবর্তন/বরিবর্ধন করে থাকেন। প্রকৌশল অনুষদসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজী ভাষায় দুর্বলতা লক্ষ্য করে তিন বছর পূর্বে ইংরেজী বিষয়ের পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষায় সংযোজিত হয়। ইংরেজী comprehension-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তা চলতি বছরে ইংরেজী পরীক্ষায় সংযোজন করা হয়।

এইভাবে স্থাপত্য বিভাগের পাঠ্যক্রমের আবশ্যিক বিষয়সমূহ যেমন, পুরকৌশল বিভাগ কর্তৃক অফারকৃত Structure-এর ছয়টি কোর্স ও প্লাম্বিং-এর একটি কোর্স, যন্ত্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক অফারকৃত Mechanical Equipment কোর্স এবং তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল বিভাগ কর্তৃক অফারকৃত Electrical Equipment কোর্সসমূহে পদার্থ বিজ্ঞান prerequisite হওয়ার কারণে উল্লেখিত বিভাগসমূহের সুপারিশ অনুসারে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে স্থাপত্য বিভাগের ভর্তি পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্তে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়াও বিগত বছরসমূহের পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় যে স্থাপত্য বিভাগের প্রথম লেভেল, প্রথম টার্মের আবশ্যিক বিষয়, পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষায় পাসের হার একই বিষয়ে অন্যান্য বিভাগসমূহের পাসের হারের তুলনায় আশংকাজনকভাবে কম।

ভোরের কাগজ

তারিখ
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

নীচে প্রদর্শিত ছকে পরিবর্তিত ভর্তি পরীক্ষার সাথে বিগত বছরসমূহে অনুষ্ঠিত স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

পুরানো নিয়মে স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ	১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ
গণিত	গণিত
ইংরেজী	ইংরেজী
সাধারণ জ্ঞান ও বিজ্ঞান	পদার্থ বিজ্ঞান
মুক্ত-হস্ত অংকন	মুক্ত-হস্ত অংকন

স্থাপত্য বিভাগের জন্য ভর্তি পরীক্ষার এই পরিবর্তন বিভাগের পাঠ্যক্রম এবং ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

লক্ষ্যণীয় যে, বিগত ৫ বছরে স্থাপত্য বিভাগে পাসকৃত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ২৪.৩ জন প্রথম শ্রেণী, শতকরা ৫৩.৪ জন উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণী এবং শতকরা ১৪.২ জন দ্বিতীয় শ্রেণী অর্জন করে। এ সময়ে স্থাপত্য বিভাগে কোন ছাত্র/ছাত্রী সম্মানসহ প্রথম শ্রেণী অর্জন করেনি। অন্যদিকে একই সময়ে প্রকৌশল অনুষদসমূহের অন্যান্য বিভাগে শতকরা ৬.৪ জন সম্মানসহ প্রথম শ্রেণীতে, শতকরা ৫০.৫ জন প্রথম শ্রেণীতে, শতকরা ২৯.০ জন উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং শতকরা ১০.৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করে। এর ফলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে স্থাপত্য বিভাগে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল অন্যান্য বিভাগসমূহে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের পর্যায়ক্রম

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাংবাৎসরিক ভর্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে প্রত্যেক বছরই ভর্তি পরীক্ষার নিয়মকানুন পর্যালোচনা করে দেখা হয়। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই এই সব পর্যালোচনাকালে নিম্নের বিষয়গুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়:

- একাধিক পরীক্ষার যৌক্তিকতা
- ভর্তি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের যথার্থতা
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সকল প্রার্থীকে সমান সুযোগ দেয়া যাচ্ছে কি না
- ভর্তির যোগ্যতা যাচাই-এর জন্য কোন বিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, এবং
- বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পদ্ধতি।

এই সব বিষয়ে সদস্যবৃন্দের সুচিন্তিত আলাপ আলোচনা ও মতামতের ধারাবাহিকতায় কাউন্সিলের ২২-১২-৯৬ এবং ২৬-১২-৯৬ তারিখের ২৪৭তম অধিবেশনে সুদীর্ঘ আলোচনার পর ভর্তি পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগকে অনুষদের মাধ্যমে সুপারিশ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। ২৭-১০-৯৭ তারিখে ২৫৮তম সভায় একই বিষয়ে আবারো আলোচনা করা হয়।

সকল অনুষদের মতামত কাউন্সিলের ১৩-১১-৯৭ তারিখের ২৫৯তম সভায় বিবেচিত হয়। সভায় প্রাপ্ত মতামতসমূহ বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে একদিনে এক পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। তবে সভায় কোন বিভাগের ভর্তির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা থাকলে কাউন্সিলের বিবেচনা সাপেক্ষে সে বিষয়ও ভর্তি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এ প্রসঙ্গে স্থাপত্য বিভাগের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় মুক্ত-হস্ত অংকন-এর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় এবং মত পোষণ করা হয় যে এ বিষয়টি স্থাপত্য বিভাগে ভর্তিচ্ছুদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। সভায় কোন বিভাগের কোন বিশেষ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকলে তা অন্তর্ভুক্ত করে এক দিনে এক পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের Further Statutes-এর ২২ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি অনুষদের জন্য একটি ভর্তি কমিটি গঠিত হওয়ার কথা। বিগত বছরগুলোতে একাডেমিক কাউন্সিল প্রকৌশল ও বিজ্ঞান এবং গণিত বিভাগসমূহকে নিয়ে গঠিত ৪ (চার)টি অনুষদের জন্য একটি ভর্তি কমিটি এবং স্থাপত্য, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা এবং মানবিক বিভাগসমূহ নিয়ে গঠিত অনুষদের জন্য অন্য একটি ভর্তি কমিটিকে ভর্তি পরীক্ষাসমূহ conduct করার দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন। উভয় কমিটিই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদের ডীন ও সকল সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের সমন্বয়ে গঠিত। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি তার দায়িত্বাধীন সকল অনুষদের ভর্তি কমিটি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (১৯৯৭-৯৮) একইদিনে অনুষ্ঠেয় তিনটি মডিউলে বিভক্ত ভর্তি পরীক্ষার জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের বিজ্ঞ সদস্যগণ পাঁচটি অনুষদের জন্য একটিমাত্র ভর্তি কমিটি এবং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডীন মহোদয়ের নাম সুপারিশ করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সুদীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে গৃহীত এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে সভায় উপস্থিত স্থাপত্য বিভাগের কোন শিক্ষক 'নোট অব ডিসেন্ট' প্রদান করেননি। উক্ত ভর্তি কমিটি প্রত্যেকটি অনুষদের ভর্তি কমিটি বলে গণ্য হবে এটাও একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে লিপিবদ্ধ করা হয়।

গঠিত পরীক্ষা কমিটি এরপর অনেকগুলি সভায় মিলিত হয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এক দিনে এক পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের আলোকে পরীক্ষা কমিটি নতুন যে একক ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি প্রস্তাব করেন তাতে বিগত বছরগুলোতে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষার সাথে যথাসম্ভব মিল রেখে নতুন সুপারিশমালা তৈরি করা হয়। যে সকল পরিবর্তন আনা হয়েছে তাও সম্পূর্ণ যৌক্তিক বিচারেই করা হয়েছে এবং কোনক্রমেই কোন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তা করা হয়নি। পরবর্তীকালে স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদের ডীন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব চালানোর বিষয়ে অপরাগতা জানালে একাডেমিক কাউন্সিল যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীনকে চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করেন।

স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের ভিন্নমত সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা

কাউন্সিলের মূল সিদ্ধান্তের আলোকে ভর্তি কমিটির সভায় বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয় এবং কাউন্সিলের ২৬০ তম সভায় তা উত্থাপন করা হয়। কাউন্সিল ১১-০১-৯৮, ১৩-০১-৯৮ ও ১৫-০১-৯৮ তারিখের সভায় দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ভর্তির প্রস্তাবিত নিয়মাবলী অনুমোদন করেন। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত স্থাপত্য বিভাগের নয়জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র চারজন শিক্ষক নতুন ভর্তি পদ্ধতির ব্যাপারে "নোট অব ডিসেন্ট" প্রদান করেন। অপরপক্ষে প্রকৌশল বিভাগসমূহের উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে সাতজন স্থাপত্য বিভাগে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের জন্য ভর্তি পরীক্ষার বিষয় হিসেবে রসায়নকে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য "নোট অব ডিসেন্ট" প্রদান করেন।

ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলী তৈরীর সময় স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা এক পত্রের মাধ্যমে কাউন্সিলের সভাপতি ও উপাচার্য মহোদয়কে জানান যে, তারা পূর্বের ন্যায় বিভাগের জন্য আলাদা ভর্তি পরীক্ষা চান এবং একক পরীক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। যেহেতু বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে একাডেমিক কাউন্সিলের এখতিয়ারভুক্ত, স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকদের লিখিত আপত্তির কারণে পরবর্তীতে উপাচার্য মহোদয় একাডেমিক কাউন্সিলের ১৬৩ জন সদস্য-এর সাথে পর্যায়ক্রমে ছোট ছোট গ্রুপে মিলিত হয়ে উদ্ভূত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। এই সব সভায় স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সকল সভায় একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে অভিন্ন মত পোষণ করা হয় এবং তা উপস্থিত স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকবৃন্দকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে কোন যুক্তি ছাড়াই পূর্বের ন্যায় পৃথক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তারা মত পোষণ করেন।

উপসংহার

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতির প্রস্তাবিত পরিবর্তন কোন হঠাৎ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করা হয়নি। দীর্ঘ পর্যালোচনা ও বিস্তারিত মূল্যায়নে পৃথক পৃথক পরীক্ষা ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়ায় এবং ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে পৃথক স্থাপত্য ভর্তি পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ার কারণেই একইদিনে অনুষ্ঠেয় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নতুন পরীক্ষা পদ্ধতির কাঠামোর ভিতরেই স্থাপত্য বিভাগে ভর্তির জন্য অংকন বিষয়ে পারদর্শিতা যাচাই-এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছেন যে, একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে বিজ্ঞাপিত নিয়মাবলী অনুযায়ী এবং নির্ধারিত দিনে ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের লেভেল ১, টার্ম ১ শ্রেণীতে সকল বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

ডি-১২৯/৯৮